আয়াতুল কুরসি

ফজিলত ও আমল

সংকলন

মাহদী আবদুল হালিম

লেখক ও সম্পাদক

শিক্ষাসচিব, মাদরাসায়ে কাসেমিয়্যাহ, ময়মনসিংহ

রাইয়ান প্রকাশন

আয়াতুল কুরসি

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০২৪

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল
raiyaanprokashon@gmail.com

বইমেলা পরিবেশক
তরফদার প্রকাশনী

প্রচ্ছদ
মাহদী হাসান

অঙ্গসজ্জা
সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য
২২০/- টাকা

Ayatul Kursi

Published By: Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

উৎসর্গ

আমার দাদী

সাফিয়্যা রহ.

সদ্য দুনিয়ার সফর শেষ করে আখেরাতের মুসাফির হয়েছেন। হে আল্লাহ! তুমি তার সফরে উত্তম সঙ্গী হয়ে যাও, তাকে সকল ঘাঁটি নিরাপদে পার করে দিও।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

প্রকাশকের কথা

দুআ অর্থ ডাক, আহ্বান, আরবিতে এর প্রতিশব্দ মুনাজাত। যার অর্থ একান্তে আলাপন। দুআর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলে। বান্দা বলে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসার বিনিময়ে আপনার সাহায্য কামনা করছি। আল্লাহ উত্তর দেন, আমি তোমার চাহিদা পুরো করব। আল্লাহ তার শাহি দরবারে ফেরেশতাদের বলেন, শোন, মনোযোগ দিয়ে, সে কী চায়? সে যা চায় আমি তাকে তা দেব, তার চেয়েও দ্বিগুণ করে তাকে দেব। এভাবে একের পর এক দুআর বিনিময় আল্লাহর কাছে বান্দার পক্ষ থেকে জমা হতে থাকে। আল্লাহ যা বান্দার জন্য উপযুক্ত মনে করেন তাই তাকে দেন। তার জন্য ক্ষতিকারক অথচ সে চেয়ে বসেছে, তা থেকে তার মন ঘুরিয়ে দেন। কারণ, মানুষ তার সীমিত জ্ঞানে অনেক ক্ষতিকর বিষয়কেও ভালো মনে করে, আবার অনেক ভালো বিষয়কেও ক্ষতিকর মনে করে। আল্লাহ মানুষের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন, অর্থাৎ, তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাস হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।[১]

মহাগ্রন্থ আলকুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত-আয়াতুল কুরসির ফজিলত সম্পর্কে কমবেশি সবাই জানি। হয়ত নিয়মিত আমলও করছি সবাই। এই আয়াতগুলো একাধিক বিশেষ কারণে সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। প্রতিথযশা তরুণ আলেম লেখক মাহদী আবদুল হালিম আয়াতুল কুরসির ফজিলত ও আমল নিয়ে বই প্রকাশকের কথা বললে আমি দ্বিধা করিনি। তার কারণ, আয়াতুল কুরসির প্রতি হৃদয় উজারিত সমীহা ও সাধারণ্যে প্রচলিত বহু জাল ও ভিত্তিহীন কথার বিরুদ্ধে এই বই হয়ে উঠবে আলোর মশাল। রাইয়ান প্রকাশন সর্বাগ্রে দীন প্রতিষ্ঠা ও মানুষের উপকার হতে পারে এমন বিষয়বস্তু নিয়েই কাজ করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় আয়াতুল কুরসি অনন্য সংযোজন।

এই বইটি বহু মানুষের পথনির্দেশনায় কাজে দেবে, অসার ও অতিরঞ্জন কথা ও আমল থেকে উম্মাতে মুহাম্মদিয়াকে সচেতন করবে, পরিশেষে এই বই যদি একজন পাঠকের নিত্য আমলে সামান্য পরিবর্তনও সাধন করে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। লেখকসহ এই বইয়ের প্রস্তুতি পর্বে যাদের নিঃস্বার্থ দাওয়াহ ব্যয় হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় তা সত্তরগুণ বৃদ্ধি পাক, আমীন।

---

১. সুরা বাকারা : ২১৬

দুআ

খুব ছোটবেলা থেকেই আয়াতুল কুরসির সাথে পরিচয়। আব্বা হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার সময়, ঘরে তালিমের হালকায় শব্দে শব্দে শিখাতেন। ধীরে ধীরে এই আয়াতটি মনের শ্লেটে অঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে সাথে এই আয়াতটি দুআর মতোই জুড়ে যাওয়া স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। ফরজ নামাজান্তে ও রাতে শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসির পাঠ অভ্যাসগতভাবেই মুখে চলে আসে। এর পূর্ণ কৃতিত্ব আব্বু-আম্মুর। ছোটবেলায় শাসনের ভয় ও সোহাগের মায়া দেখিয়ে শেখানোর ফল। সংকলনটি তৈরি কাজ আমরা অনেকেই হয়ত এ আয়াতটি জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে, এর ফজিলত, আমল ইত্যাদি না জেনেই আমল করছি, বিশেষ করে আয়াতটির সাথে সম্পৃক্ত ফজিলতগুলো জানা থাকলে আমাদের আমলের গুরুত্ব ও নিষ্ঠা বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। কুরআন কারিমে জানা ও না জানাকে পার্থক্য করে দেখানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ؟ (হে নবি! আপনি বলে দিন, যে জানে আর যে জানে না উভয়ে কি সমান হতে পারে?) এ প্রশ্নের উহ্য জবাব হচ্ছে, তারা কখনোই সমান হতে পারে না। এ থেকে বোঝা যায়, ইলম অর্জন করা, যেকোন আমলের উৎস ও ফজিলত জেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

এ কিতাবটি সংকলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, আয়াতুল কুরসির মতো মহিমান্বিত আয়াত সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রচার করে এর বরকত লাভ করা। দ্বিতীয়ত, নিজের আমলকে আরও নিয়মিত ও নিষ্ঠাপূর্ণ করার স্থায়ী ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, মাওলায়ে পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ কিতাবের পাঠককে সঠিক তথ্য জানিয়ে মহান রবের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনে দাওয়াহ পৌঁছানো। সর্বোপরি ইলমে দীনের তাকাযা ও হকের প্রতি যত্নশীল থেকে এ কাজের সওয়াবকে ইখলাসের রঙে রঙিন করে নেওয়া। ইলমের তাকাযা ও হক হচ্ছে, সর্বাগ্রে নিজে আমল করা ও অপরের কাছে আমলের দাওয়াহ পৌঁছানো।

এটি স্বতন্ত্র কিতাব নয়; সংকলনই বলা ভালো। এর তথ্যউপাত্তগুলো বিভিন্ন তাফসিরগ্রন্থ ও দুআসংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই ফিরিস্তি দিতে গেলে বক্তব্য দীর্ঘতর হয়ে যাবে। তাদের সকলের প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা ও দুআ করি–আল্লাহ তাআলা উভয়ে জগতে তাদের প্রাপ্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিন। বিশেষ করে রাইয়ান প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী ইশতিয়াক নেওয়াজ ভাইয়ের কথা ও অধমের প্রতি অনিঃশেষ আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ না করলেই নয়; আমি পাণ্ডুলিপির কথা বলামাত্র তিনি ছাপতে রাজি হয়ে যান। তিনিও একইভাবে একাজের মাধ্যমে নিজ আমল ও অপরের কাছে আমলের দাওয়াহ পৌঁছানোর আগ্রহ পোষণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার সদিচ্ছায় বরকত দিন, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সেরা সফল হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মাহদী আব্দুল হালিম
৬ নং প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১.২২.২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
অধ্যায় : এক ১১
আয়াতুল কুরসি ১১
রহস্যের আকর ১১
সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত ১৪
ফজিলত ও কারামাত ২১
বিপদআপদ থেকে মুক্তি ২১
কুরআনের এক চতুর্থাংশ.....২২
আগুন ঘরকে স্পর্শ করতে পারেনি.....২৩
আয়াতুল কুরসি সম্পর্কে বিবিধ.....২৩
ক্ষতি থেকে সুরক্ষা ২৬
ফায়েদা ২৯
দুষ্ট জিন ও শয়তান থেকে মুক্তি ৩২
জিন ও মানুষ-শয়তান থেকে রক্ষা..... ৩৩
দুই আয়াতে নিরাপদ রাত ৩৫
অধ্যায়: দুই ৩৭
তাফসির ৩৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৩৭
নামকরণ..... ৪৩
শানে নুযুল.....৪৪
তাফসির ৪৬
“আল্লাহ” নামের ব্যাখ্যা ৪৬
“ইলাহ” শব্দের ব্যাখ্যা ৫৬
“اَلْحَيُّ” নামের ব্যাখ্যা.....৫৯
“اَلْقَيُّوْمُ” নামের ব্যাখ্যা ৬১
অধ্যায় : তিন ৮৭
আমালিয়াতে আয়াতুল কুরসি ৮৭

আয়াতুল কুরসি পড়ে দম করার নিয়ম ৮৭
বিনা বাধায় জান্নাতে প্রবেশ ৮৯
দুরারোগ্য থেকে মুক্তি ৮৯
সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে সুরক্ষা ৯২
ঘুমন্ত ব্যক্তির সুরক্ষা ৯৮
ঘরবাড়ির সুরক্ষা ৯৮
কুরআন বিস্মৃত হবে না ৯৯
সর্বরোগের শিফা ৯৯
পাহাড়সম ঋণ থেকে মুক্তি ১০০
নবিদের মতো সওয়াব ১০১
অধ্যায় : চার ১০২
ইসমে আজম ১০২
ইসমে আজমের পরিচয় ১০২
ইসমে আজমের ফজিলত ১০২
ইসমে আজমে দুআ কবুল হয় ১০৩
ফেরআউনের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়া ১০৪
আল্লাহ সাহায্য বা বিজয় ১০৬
ইসমে আজমের উসিলায় দুআ করলে দুআ কবুল হয় ১০৭
কতিপয় আমল ১০৯
ইসমে আজম দিয়ে শুরু হওয়া আয়াতসমূহ ১১০
পরিশিষ্ট ১২১
বিপন্মুক্তির একটি ঘটনা ১২১
অধ্যায় : পাঁচ ১২৩
আসমাউল হুসনা ১২৩
আসমাউল হুসনার ফজিলত ১২৩
আসমাউল্লাহিল হুসনা ১২৬
উচ্চারণ ও অর্থ ১২৬

ভূমিকা

কুরআনুল কারিম আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। একজন মুসলমানের জীবনে কুরআনের আবেদনসমূহের মধ্যে এক বিশেষ আবেদন এই যে, মানুষ তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সব সমস্যার সমাধানে কুরআনকে আমলের মানদণ্ড বানাবে। সুন্নাহকে আমলের প্রতিবিম্ব বা ছাঁচ হিসেবে নিবে। এরপর সে যাই করবে, কখনো 'সিরাতুল মুস্তাকিম' থেকে বিচ্যুত হবে না। আমরা যেন সিরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান করি, তার উপর অবিচল থাকি সেজন্যে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতিদিন অসংখ্যবার এই দুআ করতে শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের সুরা ফাতিহা দান করেছেন। সুরা ফাতিহায় সিরাতুল মুস্তাকিম চাওয়ার সুন্দরতম পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রথমে নিজ প্রশংসা-স্তুতির বর্ণনা করে এর আবেদন শেখালেন, এরপর সিরাতুল মুস্তাকিমের বিপরীত যেসব পথ ও মত আছে সেগুলো থেকেও বিরত থাকার প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিলেন। মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহ অপরিসীম। সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম।

সুরা ফাতিহা উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে দেওয়া আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। অসংখ্য ফজিলত ও বরকতপূর্ণ এই সুরাটির বিভিন্ন আমল হাদিস ও আছারে বর্ণিত হয়েছে। এই বইতে বিশেষ করে আয়াতুল কুরসির ফজিলত ও আমল সংকলন করার একটি কারণ এই–কুরআনি আমলসমূহের মধ্যে আয়াতুল কুরসির ফজিলত সর্বশীর্ষে, এর আমল ও ফল দ্রুত ক্রিয়াশীল। সহিহ হাদিস থেকে এর অগণিত ফজিলতের কথা জানা যায়। তথাপি যুগে যুগে বুযুর্গ মনীষীদের পরীক্ষিত আমল থেকে মুসলমানদের মধ্যে এর ফজিলত সম্পর্কে এমন সুউচ্চ ধারণা তৈরি হয়েছে যে, সেখানে সত্যের পাশাপাশি অনেক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন গল্প-ঘটনাও যুক্ত হয়েছে। তাই সহিহ হাদিস ও আছারের আলোকে আয়াতুল কুরসির ফজিলত ও আমল বর্ণনা করাই এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য।

আয়াতুল কুরসি একদিকে আল্লাহ তাআলার পরিচয় বহনকারী একটি মর্যাদাপূর্ণ আয়াত, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, চিরঞ্জীব হওয়া ও পরাক্রমশালী হওয়ার প্রমাণ সংবলিত, তেমনি আয়াতুল কুরসি মুমিনের রক্ষাকবজ। জীবন, সম্পদ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বরকত লাভে এটি বিশেষ কার্যকরী নুসখা হিসেবে ব্যবহৃত। ভয়ভীতি ও দুরারোগ্য থেকে মুক্তি পেতেও আয়াতুল কুরসি অনন্য। সর্বক্ষেত্রে আয়াতুল কুরসি

মুমিনের সামনে এমন ঢাল হিসেবে আবির্ভূত হয়ে থাকে যা ভেদ করার মতো কোনো শক্তি নেই। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এক মুসাফির ডাকাতের কবলে পড়লে কুরআনের একটি আয়াতই বারবার পড়তে থাকে। ফলশ্রুতিতে সেই আয়াতের নিযুক্ত ফেরেশতা জমিনে নেমে আসে এবং ডাকাতকে হত্যা করে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। এ থেকে জানা যায়, কুরআনুল কারিমের সমস্ত আয়াতেই একেকজন নিযুক্ত ফেরেশতা আছেন। তবে আয়াতসমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠতম আয়াতে নিযুক্ত ফেরেশতাও নিশ্চয়ই বিপুল শক্তিশালী ও ভীষণ প্রলয়ংকারী হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই যেকোনো বিপদে যথার্থ বিশ্বাস ও ভরসার সাথে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, সে আল্লাহর ইচ্ছায় নিঃশঙ্কচিত্ত হয়ে যাবে।

আয়াতুল কুরসির মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইসমে আজম রয়েছে, একই সঙ্গে আছে আসমাউল হুসনার কতিপয়। সেইসূত্রে বক্ষ্যমাণ বইতে ইসমে আজমের ফজিলত ও তৎসংবলিত আয়াতমালা উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আসমাউল হুসনার ফজিলত ও নুসখা। নুসখাগুলো একারণে যে, কোনো কোনো সিফাতের জিকির বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নুসখা অনুযায়ী আমল করলে চাহিদামতো ফল পাওয়া যায়। বইয়ের তথ্যউপাত্তগুলো আপাত উদারভাবে সংগৃহীত হয়েছে, কোনো কোনো বর্ণনায় যু'ফ তথা বর্ণনদুর্বলতা সত্ত্বেও উল্লেখিত হয়েছে, যেমন শানে নুযুল ইত্যাদি। সালাফের মতে, আমলের বেলায় বৃহৎ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে দুর্বল বর্ণনাও আমলযোগ্য বিধায় সেসবও উল্লেখিত হয়েছে, পাশাপাশি এসেছে কিছু ইসরাইলি বর্ণনাও। যার ব্যাপারে নবিজি সা.-এর নির্দেশনা হচ্ছে, আমরা সেগুলো বিশ্বাস করবো না, প্রত্যাখ্যানও করবো না। এছাড়া সময়স্বল্পতাহেতু অনেক তথ্য নাগালের বাহিরে থাকছে, হয়ত পরের সংস্করণে বইটি আরও পরিমার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। এমন একটি সংকলন এ যাবতাকালে নতুন। এর উপকারিতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক, মুসলমানের জীবন ও মান নিরাপদ থাকুক সবসময়।

অধ্যায় : এক

আয়াতুল কুরসি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللهُ لَآ إِلٰـهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: আল্লাহ– তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বপ্রতিষ্ঠ সংরক্ষণকারী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা রয়েছে আর পৃথিবীতে যা রয়েছে, সব তাঁরই সত্তাধীন। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে যা রয়েছে আর তাদের পিছনে যা রয়েছে তিনি তা অবগত আছেন। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর ইলমের কিছুই তারা (সৃষ্টিকুল) আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, সর্বোচ্চ মাহাত্ম্যের অধিকারী।[১]

রহস্যের আকর

সুরা বাকারা ২৫৫ নং আয়াতটিই আয়াতুল কুরসি। এ আয়াতটি পঞ্চাশটি শব্দ সংবলিত। প্রত্যেকটি শব্দই বরকত ও উত্তম নিদর্শনযুক্ত। এ আয়াত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে অনেক ফজিলত, রহমত ও কারামত বর্ণিত হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। রহমত, বরকত ও রিজিকের আধার। এ আয়াতটি বড় রহস্যময়। বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং

১. সুরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৫৫

জীবন ও জীবিকার সুরক্ষায় এ আয়াতটি রহস্যময়ভাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ আয়াতের রহস্যময়তার কিছু দিক নিচে উল্লেখ করা হলো।

- আয়াতুল কুরসি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। এটি এমনই মূল্যবান– যাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিজিকের সাথে তুলনা করেছেন। আনাস রা. বর্ণিত হাদিসে এই আয়াতের অধিকারীকে (মুখস্থকারী) বিয়ের উপযুক্ত বলে বিয়েতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

- এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার পবিত্র আসমাউল হুসনার মধ্য থেকে সতেরোটি নাম সন্নিবেশিত হয়েছে।

- যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন একাধিক বার আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে সে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত কাযা ও কদর তথা সিদ্ধান্ত ও ভাগ্য বিষয়ে পূর্ণ মুমিন বলে অভিহিত হবেন।

- যে ব্যক্তি (নিয়মিত) প্রত্যেক দিন একবার আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে সে জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতে বিপদের পরোয়া করবে না এবং দুর্যোগে ভেঙে পড়বে না; বরং আল্লাহর ওপর নিজের পরিস্থিতি সোপর্দ করবে।

- দিনের শুরুতে ও রাতের শুরুতে আয়াতুল কুরসি পাঠ করতে থাকলে অন্তর এবং আত্মা সুরক্ষিত থাকে। তাকে কেউ কষ্ট দিতে পারে না। কোনো অসুস্থতাও তাকে পর্যুদস্থ (আক্রান্ত) করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

- আয়াতুল কুরসি নিয়মিতভাবে পাঠ করলে দেহে ও মনে প্রাণচঞ্চলতার সৃষ্টি হয়, শারীরিক শক্তি উৎপন্ন হয়, বুদ্ধি বাড়ে এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। দৈনন্দিন জীবন যাপনে দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালনে আত্মিক আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ হয়।

- আয়াতুল কুরসি পাঠকারীর সাথে আল্লাহ তাআলার নিয়োজিত ফেরেশতা থাকে। যেকোনো বিপদে তার সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়।

বরকতময় এ আয়াত অসংখ্য ফজিলত ও হিকমতের আকর। মহান আল্লাহর পবিত্র এই কালামের কথা আমরা হয়ত অল্পই জানি। এর অনিঃশেষ বরকতের দিকে লক্ষ করে এর তিলাওয়াত সাধ্যমতো বাড়ানো উচিত। যেকোন পরিস্থিতিতে আমল করার মতো শক্ত ওয়াজিফা, হাদিস ও আছার থেকে প্রমাণিত কার্যকরী নুসখা হিসেবে পরীক্ষিত।

দুঃখের কথা হচ্ছে, অনেক মুসলমান এ বরকতময় আয়াত সম্পর্কে উদাসীন, বেখবর। জীবনস্রোতে নানা ঝুটঝামেলায় ফেঁসে আছে কত মানুষ, ব্যর্থতা, অপ্রাপ্তি, অনিরপত্তায় কোণঠাসা বহু উম্মতে মুসলিমা, অথচ তাদের জন্য শ্রেষ্ঠ টোটকা, পরিত্রাণের মহা উপায় রয়েছে একদম হাতের নাগালে, চাইলেই লুফে নেওয়া যায়, নিজেকে তলাহীন বিপদের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করা যায়, সেই মহা সোপান আয়াতুল কুরসি। যা আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে দান করেছেন, তাদের কোনো আলাদা কৃতিত্ব ছাড়া। অথচ আমরা কী অকৃতজ্ঞ! এ আয়াতের রহস্যময়তা এত ব্যাপক যে, যদি যথার্থ বলতে হয় তাহলে এর রহস্যময়তা আজঅব্দি অনাবিষ্কৃত, যতটুকু জানা গিয়েছে তা অর্ধেকও নয়; বরং আল্লাহর সিফাত আল্লাহর কালামের স্বাতন্ত্র্য তাঁর সুষমা বাড়িয়েছে।

যারা নিয়মিত এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদের অন্তরে যে নিশ্চিন্তবোধ, ভরসা ও অগাধ ভক্তি জায়গা নিয়ে আছে, তার সাথে শুধু সেই ব্যক্তির তুলনা হতে পারে যে তারই মতো এ আয়াতের নিয়মিত তিলাওয়াতকারী।

যেমন এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সব প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান) এই দুআ যে প্রতিদিন একশ বার পড়বে, তার দশটি দাস মুক্ত করার সওয়াব হবে। তার জন্য দশটি পুণ্য লেখা হবে। দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে রক্ষিত থাকবে। কোনো মানুষ তার চেয়ে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি পরিমাণে উক্ত আমলটি করবে সে ছাড়া।'

সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত

এ আয়াত কুরআনুল কারিমের শ্রেষ্ঠ আয়াত তার কয়েকটি কারণ হলো-

মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে, উবাই ইবনে কাব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান তোমার কাছে থাকা আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহর কিতাবের শ্রেষ্ঠ আয়াত কোনোটি? সাহাবি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যুম। সাহাবি বলেন, তিনি আমার বুকে চাপড় দিয়ে সাবাশি জানালেন। বললেন, আবুল মুনযির তোমার ইলমে বরকত হোক!

–এ আয়াতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো, এ আয়াতে আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ তথা আসমাউল হুসনা এবং উচ্চ গুণাবলির কথা বিবৃত হয়েছে। সেইসঙ্গে আল্লাহ তাআলা থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতি-অক্ষমতা ইত্যাদি মানবীয় দোষমুক্ত থাকার ঘোষণা রয়েছে।

–এ আয়াতটিতে দীনের ভিত্তি তথা খাঁটি ইখলাসের কথা বলা হয়েছে। ইখলাস হলো-আল্লাহ তাআলার প্রতি খাঁটি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রতি হৃদয়ের বিশ্বাসকে খাঁটি করা। আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর ওপর এমন নির্ভরশীল না হওয়া যাতে মনে হতে পারে এছাড়া কোনো উপায় নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

> "আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না"।[১]

অর্থাৎ, জীবনযাপনে ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আল্লাহকে নিজের হিসাবগ্রহণকারী মেনে নিয়ে ইবাদত-বন্দেগি তথা কার্যসমূহ সম্পাদন করার নাম ইখলাস।

---

১. সুরা ইউনুস : ১০৫

আবার ইবাদত-বন্দেগিতে আমরা ইখলাসের দীক্ষা পাই এভাবে যে, হাদিসে ইহসানে এসেছে, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ, যদি তা না পার তাহলে অন্তত এটুকু জান যে তিনি তোমাকে দেখছেন।[১] এখানে আল্লাহ দেখেন বান্দার নিয়তকে। কেননা, নিয়তের ওপরই ভিত্তি করে তার নিবেদনের সৌন্দর্য উপস্থাপনা।

যেমনটি আমরা হাদিসে দেখতে পাই–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। ইখলাস এজন্যও জরুরি, আমরা যে কাজটি করছি তার দায়িত্ব যেন সর্বময় কর্তৃত্বের আধার ও কর্ণধার আল্লাহ তাআলার প্রতি সোপর্দ করতে পারি।

উল্লেখিত হাদিসে الْأَعْمَالُ। বহুবচন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, এতে বোঝা যায় যেকোন আমলের জন্য নিয়ত বা সংকল্প জরুরি। কাজটি দীনি হোক বা দুনিয়াবি, যদি সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পিত হয় তাহলে কাজটি অর্থপূর্ণ ও সুন্দর হবে। দ্বিতীয়ত, النِّيَّاتُ শব্দটিও বহুবচন এসেছে। এতে প্রমাণিত হয়, একটি কাজের একাধিক নিয়ত হতে পারে। আয়াতুল কুরসি পাঠ করা অবশ্যই সওয়াবের, পাশাপাশি এর দ্বারা যখন বিপন্মুক্তি ও রক্ষাকবচ হিসেবে তিলাওয়াত করে দম করা হবে তখন তা ক্রিয়াশীলও হবে। অন্যান্য জিকির-তিলাওয়াত ও আমলের বেলায়ও একই কথা। কাজেই সকাল-সন্ধ্যায় দুআ-অজিফা আদায় করায় শুধু বিপদ থেকে রক্ষাই হয় না; বরং তিলাওয়াতের সওয়াবও হয়ে থাকে। তাই অল্প অল্প আমল করেও আমরা অনেক বেশি সওয়াবের অধিকারী হতে পারি। হাদিসে এসেছে,

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ : أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ : اِكْلَفُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ.

১. সহিহ বুখারি, হা/৫০

> "নবি করিম সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনোটি? তিনি বলেন, যা নিয়মিত করা হয়। তা যত অল্পই হোক না কেন। অতপর তিনি বলেন, তোমরা সাধ্যের অতীত কাজ নিজের ওপর চাপিয়ে নিও না।"[১]

অন্য একটি হাদিসে নবিজি সা.-এর আমলের নমুনা দেখানো হয়েছে, তিনি রাতের বেলা চাটাই দিয়ে ঘেরাও করা অংশে নামাজ আদায় করতেন। আর দিনের বেলা তা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। এটি ছিল রমযানের রাতে কিয়ামুল লাইল প্রসঙ্গে। লোকেরা নবিজি সা.-এর সাথে নামাজে শরিক হতে লাগল। এমনকি বহু লোক একত্র হয়ে গেল। তখন নবিজি সা. তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ. فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا. وَإِنَّ أَحَبَّ الْاَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ.

হে লোকসকল! তোমার আমল করতে থাক তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী। কারণ, আল্লাহ তাআলা ক্লান্ত হন না; বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দের আমল তাই-যা কম হয় কিন্তু নিয়মিত হয়।[২]

এ হাদিস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, যেকোনো আমলের প্রাথমিক নিয়ত থাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও সওয়াব অর্জন করা। তাই যা সহজ মনে হয় তাই নিয়মিতভাবে করে যাওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা সওয়াব দানে ক্লান্ত হন না; বরং মানুষ আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

কোনো কাজ নিয়মিতভাবে করার অনেক উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, তাতে ধীরে ধীরে ইখলাস সৃষ্টি হতে থাকে। ইখলাসের স্বরূপ হলো পাথরের উপর বৃষ্টিফোঁটার মতো। তা অল্প হলেও যদি নিয়মিত ও দীর্ঘ মেয়াদি হয় তাহলে একসময় পাষাণ পাথরের গায়েও পানির পাত্র তৈরি হয়ে যায়। মুফতি রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. তার

১. সহিহ বুখারি, হা/৬৪৬৫
২. সহিহ বুখারি, হা/৫৮৬১

শিষ্যদের বলতেন, 'আমল করতে থাকো যদিও তাতে লৌকিকতার ভাব থাকে। একসময় এ আমল তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, তখন লৌকিকতার কথা মনে উঁকিও দেবে না।'

তাই বিপদ এলে আমল করব, এমনটা ভাবা বোকামি। বিপদ আসুক বা না আসুক স্বীকৃত মাসনুন দুআ ও বুযুর্গানে কেরামের পরীক্ষিত আমল গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিতভাবে করা উচিত। কেননা, কিয়ামতের দিন বান্দাকে এমন কিছু আমলের সওয়াব দেওয়া হবে, যা হবে শিরোনামহীন। সে কাজগুলো দেখে বান্দা বলবে এগুলো তো আমি করিনি। তাকে বলা হবে, এগুলো তুমি করনি, এগুলো তোমার দুআর বিনিময়। দুনিয়াতে তুমি অনেক কিছু চেয়েছ, দুআ করেছ, কখনও কখনও তোমার দুআ কবুল হয়নি। আজ সেগুলোর বিনিময় তোমাকে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। বান্দা তখন আক্ষেপ করে বলবে, যদি দুনিয়াতে আমার কোনো আমলই কবুল না হতো।[১]

–এ আয়াতে সতেরোটি আসমাউল হুসনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহর নাম ও সম্বোধনবাচক এমন সতেরোটি নাম এ আয়াতে এসেছে। যা একক আয়াতে আর কোথাও আসেনি। এই নামসমূহ কয়েক ভাগে বিভক্ত।

ইসমুয যাহের বা প্রকাশ্য নাম। ইসমুল যমির তথা নামবাচক নাম। যেমন, আল্লাহ, আলহাইয়্যু, আলক্বাইয়্যুম, আলআলিয়্যু, আলআজিমু, এগুলো আল্লাহ তাআলার ইসমুয যাহির।

ইসমুয যমির তথা নামবাচক নাম। যেমন, هُوَ (তিনি) هُوَ ও لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ এ মোট দুই বার।

এবং هُوَ সংক্ষিপ্তরূপে لَا تَأْخُذُهُ . لَهُ مَا فِي . يَشْفَعُ عِنْدَهُ . إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ . وَسِعَ كُرْسِيُّهُ . وَلَا يَؤُوْدُهُ এ মোট আট বার।

১. মুসনাদে আবি ইয়ালা, হা ১০১৯, আদাবুল মুফরাদ, ৭১০, মুসনাদে আহমদ, হা ১১১৩৩

যমিরে মুযমার তথা লুক্কায়িত নামবাচক হিসেবে এসেছে- أَي (يَعْلَمُ) اللهُ يَعْلَمُ. (بِمَا شَاءَ) أَيِ اللهُ بِمَا شَاءَ দুই বার।

এছাড়া حِفْظُهُمَا এ শব্দেও যমির উল্লেখিত হয়েছে। أَيِ اَلْحَافِظُ لَهُمَا اللهُ كَمَا كَانَ لَا يَثْقُلُهُ وَلَا يُؤُوْدُهُ অর্থাৎ, আল্লাহ সবকিছুর রক্ষাকর্তা। যেভাবে এসব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর ওপর ভারি হয় না, তাঁকে ক্লান্তও করে না।

–এ আয়াতে আরও একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে, দুই ধরনের সিফাত বিবৃত হয়েছে। একপ্রকার হচ্ছে ইতিবাচক। দ্বিতীয় প্রকার নেতিবাচক। অর্থাৎ, এমন সিফাত যা থেকে আল্লাহর সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। যেমন-

ইতিবাচক সিফাতসমূহ: আল্লাহ; তিনি চিরঞ্জীব, পরাক্রমশীল, আকাশ ও পাতালের সবকিছুই তাঁর এবং তিনি সুউচ্চ সুমহান।

নেতিবাচক সিফাতসমূহ: তাঁকে তন্দ্রা-নিদ্রা আচ্ছন্ন করে না, তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না, তাঁকে কোনো কিছুর দায়িত্ব ক্লান্ত করে না।

–আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত গুণ যেমন বিবৃত হয়েছে, তেমনি কর্মগত গুণের কথাও বলা হয়েছে। যেমন-

সত্তাগত গুণসমূহ: আল্লাহ, আলহাইয়্যু, আলক্বাইয়্যুম, আলআলিয়্যু, আলআজিমু এবং যমিরসমূহ যেগুলো তার ইলমের ইঙ্গিতবহন করছে।

কর্মগত গুণসমূহ: আকাশও পাতালের সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে, তাঁর অনুমতিক্রমেই সুপারিশ করা হবে, তিনি ইচ্ছা করলেই কেবল তার ইলম থেকে কাউকে কিছু দেওয়া হয়, তিনি সুরক্ষা নিশ্চায়নে ক্লান্ত হন না।

ইবনে কাসির রহ. তার তাফসিরগ্রন্থে লিখেছেন, কুরআন কারিমে সর্বাধিক ফজিলতের আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াতের মর্যাদা সব আয়াতের ঊর্ধ্বে।

এ সম্পর্কে একাধিক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হিসেবে আয়াতুল কুরসি নাজিল হয়েছে। কয়েকটি হাদিস থেকে এ আয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

১. নবিজির ﷺ বিশিষ্ট সাহাবি আবু যর জুনদুব ইবনে জুনাদাহ রা. বলেছেন, একদিন আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে তাকে মসজিদে বসা দেখতে পাই। আমি গিয়ে তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বসি। এরপর আমি বললাম, "ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! আপনার প্রতি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাজিল হয়েছে?" বললেন, "আয়াতুল কুরসি।"

২. উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন তাকে নবি করিম ﷺ জিজ্ঞেস করেন, কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। নবি করিম ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বলেন, আয়াতুল কুরসি। এরপর নবি করিম ﷺ বলেন, হে আবুল মুনযির, তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, এটির একটি জিহবা ও দুটো ঠোঁট রয়েছে যা দিয়ে সে আরশের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করে।

উল্লেখ্য, হাদিসে আয়াতুল কুরসির জিহ্বা ও ঠোঁটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর স্বরূপ আল্লাহর জ্ঞানের আওতাধীন।

৩. আবু সালীল রহ. সূত্রে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, নবি করিম ﷺ-এর কোনো এক সাহাবির সাথে লোকেরা কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে তিনি ঘরের ছাদের উপর উঠেন। সেখান থেকে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, বলতে পারো, কুরআন কারিমের কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড়? তখন এক সাহাবি বললেন, اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (এই আয়াতটি সবচেয়ে বড়)

এরপর সেই সাহাবী বলেন, আমি এই উত্তর দেওয়ার পর রাসুল ﷺ আমার কাঁধের উপর হাত রাখেন আর আমি তার শীতলতা বুক পর্যন্ত অনুভব করছিলাম। অথবা রাসূল ﷺ আমার বুকে হাত রেখেছিলেন আর আমি তার শীতলতা কাঁধ পর্যন্ত অনুভব করছিলাম। এরপর তিনি ﷺ বললেন, হে আবুল মুনযির, তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

আয়াতটি "সবচেয়ে বড় আয়াত"-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, এই আয়াতে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর কুদরত ও শক্তিমত্তা, তাঁর ক্ষমতা ও পরাক্রম, দুনিয়াতে তাঁর একক কর্তৃত্ব, আখেরাতেও তাঁর স্বত্ব, তাঁর ইলম সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখা ইত্যাদি বিবৃত হয়েছে, যা অন্য কোনো আয়াতে এভাবে একসঙ্গে বিবৃত হয়নি।

৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, উমর রা. একবার মদিনার উপকণ্ঠে কিছু লোককে নিরবে বসে থাকতে দেখলেন। কাছে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পার, কুরআন কারিমে সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত কোনটি? তখন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটি আমার ভালো জানা আছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ " হলো কুরআনের সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত।[১]

৫. বিখ্যাত তাবেয়ি মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আয়াতুল কুরসি নাজিল হলো, তখন দুনিয়ায় থাকা সমস্ত মূর্তির মাথা ঝুঁকে গিয়েছিল। এমনিভাবে প্রত্যেক বাদশার মাথা ঝুঁকে গিয়েছিল এবং তাদের মাথা থেকে মুকুট পড়ে গিয়েছিল। শয়তান দলে দলে ছুটতে ছুটতে ইবলিশের কাছে এসে খবর দিয়েছিল এ সম্পর্কে, সে তাদের আদেশ করেছিল, কী হয়েছে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করো? অবশেষে তারা (মক্কা) নগরীতে এসে জানতে পারল যে, আয়াতুল কুরসি নাজিল হয়েছে।

১. তাফসিরে ইবনে কাসির, ২য় খণ্ড